লিপি
পোর্ট ব্লেয়ার, শনিবার, ১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮
Port Blair· Saturday · September 1, 2018
Arthik Lipi, Page 3

৭ বছরে গ্রন্থাগার দফতর ভাল কাজ করেছে

স্টাফ রিপোর্টার: পালিত হল জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস। গত সাত বছরে উন্নত হয়েছে রাজ্যের সাধারণ পাঠাগারগুলির পরিকাঠামোর। রাজ্য গ্রন্থাগার দফতর সারা বাংলার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই দফতর একগুচ্ছ প্রকল্প এবং উদ্যোগ নিয়েছে। ২০১৩ সালে প্রথমবার সাধারণ গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। রাজ্য সরকারের কন্যাশ্রী প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য গ্রন্থাগারগুলির মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

রাজ্যের সমস্ত সরকারি ও সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারে মহিলাদের জন্য চালু হয়েছে 'উইমেন্স কর্নার'। বিশেষত, সমাজের প্রান্তিক স্তরের মানুষ ও সংখ্যালঘুদের জন্য গ্রন্থাগার পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা হয়েছে। জঙ্গলমহলে ১২৫টি গ্রন্থাগারের জন্য ৩ কোটি টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে। পাহাড়ে অবস্থিত ১৩৫টিরও বেশি গ্রন্থাগারের ভবন নির্মাণের জন্য ৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। সাতটি সরকারি গ্রন্থাগারে স্টাডি সেন্টার খোলা হয়েছে যেখানে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যবই এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বই পাওয়া যায়। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কেরিয়ার গাইডেন্স কর্মসূচিও নেওয়া হয়েছে। 'রেড ইয়র ওন বুক' বা 'নিজের বই পড়' নামে একটি বিশেষ উদ্যোগ চালু করা হয়েছে। যেসব বইপ্রেমীদের বাড়িতে পড়ার জায়গার অসুবিধা, তারা গ্রন্থাগারে এসে নিজেদের বই পড়তে পারেন। বেশ কিছু জেলা, শহর, মহকুমা স্তরের গ্রন্থাগারে 'তথ্য কেন্দ্র' খোলা হয়েছে। পাঠকদের সুবিধার জন্য ৪০০টিরও বেশি গ্রন্থাগারকে ইন্টারনেট পরিষেবাযুক্ত কম্পিউটার প্রদান করা হয়েছে। সরকারি অনুদান প্রাপ্ত গ্রন্থাগারের কর্মীদের বেতন প্রতি মাসের এক তারিখে সরকারি ব্যাঙ্কের মাধ্যমে দেওয়া হয়। 'অন্ধজনে দেহ আলো'- দেশজুড়ে চরম অন্ধকারাচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিতে প্রকৃত শিক্ষাই একমাত্র 'আলো' দরজা খুলে দিতে পারে। রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলিতে আলোর উৎস যে বিপুল বয়-এর সম্ভার আছে, তাকেই এবার একত্রিত করে সামগ্রিক একটা 'গ্রন্থাপঞ্জি' তৈরি করছে গ্রন্থাগার দফতর। একটি ডিজিটাল সংস্করণও করার কথা চিন্তা করা হয়েছে। গ্রন্থাগার দফতরের মন্ত্রী জানালেন, 'আপনার কোনো একটি পছন্দের বই' ধরুন 'পদ্মা নদীর মাঝি' আপনার পড়তে ইচ্ছে হল, এই উদ্যোগের ফলে আপনি সহজেই জেনে যাবেন আপনার নিকটে কোন গ্রন্থাগারে এই বইটি আপনি পাবেন। অর্থাৎ যে বিশাল সংখ্যক বইয়ের সম্ভার গ্রন্থাগারগুলিতে রয়েছে, তা সহজেই আপনার কাছে চলে আসবে। এমন অসংখ্য বই বাংলার গ্রন্থাগারগুলিতে আছে যা আক্ষরিক অর্থেই গবেষণার কাজে লাগানো যাবে'।

প্রসঙ্গত, রাজ্যে এই মুহূর্তে ২৪৮০টি পাবলিক লাইব্রেরি আছে, যার মধ্যে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বিভিন্ন স্তরের লাইব্রেরিতে দুষ্প্রাপ্য প্রচুর বই রয়েছে। গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে ৩৪৪টি তৈরি হয়েছিল স্বাধীনতার আগে। বাংলাই উন্নয়নের সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই দুষ্প্রাপ্য সব বই এবং গ্রন্থাগারগুলির সঠিক তত্ত্বাবধানের জন্য 'স্টেট লাইব্রেরি কাউন্সিল' তীক্ষ্ম নজর রেখেছে। জেলাস্তরেও কমিটি করে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের নজরদারিতেই গ্রন্থাগারগুলির মনোনয়ন হয়েছে।

ডেঙ্গিতে আক্রান্ত, দত্তাবাদে মৃত্যু চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রের

স্টাফ রিপোর্টার: গায়ে ছিল ধুম জ্বর এদিকে স্কুলে চলছিল পরীক্ষা। তাই কোনওভাবেই স্কুল যাওয়াটা মিস করলে চলবে না। রোজ দু'বার অ্যান্টিবায়োটিক খাইয়েই স্কুলে পাঠানো হচ্ছিল ছেলেকে। কিন্তু গত মঙ্গলবার স্কুল থেকে ফিরে প্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে সল্টলেক সাউথ পয়েন্টের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র নারায়ণ শ্রেষ্ঠ। হাত-পা অসার হয়ে গিয়েছিল তাঁর। দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছিল। অবস্থা বুঝে তখন হাসপাতালে নিয়ে যান পরিবারের সদস্যরা। ছোট্ট নারায়ণ ফিরল বটে, কিন্তু কাঁচের গাড়িতে, তার নিথর দেহ চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র নারায়ণ শ্রেষ্ঠের বাড়ি বিধাননগর পুরনিগমের ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের দত্তাবাদে। সল্ট লেক পয়েন্ট স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির এই ছাত্র দিন সাতেক ধরে জ্বরে ভুগছিল। স্কুলে পরীক্ষা চলছিল তাঁর। জ্বর অবস্থাতেই ওষুধ খেয়ে পরীক্ষা দিচ্ছিল নারায়ণ। গত মঙ্গলবার তাঁকে ইএম বাইপাসের ধারে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বৃহস্পতিবার রাতে মৃত্যু হয় তাঁর। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, ডেঙ্গিতেই মৃত্যু হয়েছে নারায়ণের। নারায়ণের প্লেটলেট চার হাজারের নিচে নেমে গিয়েছিল। এর জেরে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাজ করা বন্ধ করে দেয়। মাল্টি অর্গান ফেলিওরের কারণে মৃত্যু হয় তাঁর। হাসপাতালের তরফে ডেথ সার্টিফিকেটে মৃত্যুর কারণ হিসেবে ডেঙ্গি উল্লেখ করা হয়েছে।

নাছোড় বৃষ্টিতে নাজেহাল শহরবাসী

স্টাফ রিপোর্টার: পূর্বাভাস ছিলই, সেই মতোই শুরু বৃষ্টি। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ঘূর্ণাবর্ত এবং মৌসুমী অক্ষরেখার জেরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে দক্ষিণবঙ্গে। ভারী বৃষ্টি উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, মৌসুমী অক্ষরেখা গিয়েছে বাঁকুড়া, দিঘা, উত্তর বিহার এবং ডালটনগঞ্জের উপর দিয়ে। পাশাপাশি উত্তর উড়িশা থেকে ছত্তিশগড় পর্যন্ত একটি ঘূর্ণাবর্ত বিস্তৃত রয়েছে।

অপর একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে উত্তর বিহারের উপরেও। এর জেরেই বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। মূলত মৌসুমী অক্ষরেখার জেরেই দক্ষিণবঙ্গে সারাদিন ধরে চলবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি।

ডালটনগঞ্জ, উত্তর বিহার, ছত্তিসগড়ের উপরে ঘূর্ণাবর্ত থাকায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে। ভারী বৃষ্টি হতে পারে কালিম্পং, কোচবিহার ও দার্জিলিংয়ে। বৃষ্টি চলবে আগামী ৪৮ ঘণ্টায়।

যোগই স্বাস্থ্যের সম্পদ

স্টাফ রিপোর্টার: ধ্যান ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে কলকাতায় বিশেষ শিবির করে যোগী অশ্বিনী জানান, যোগই স্বাস্থ্যের সম্পদ। পাশাপাশি বর্তমান সময়ে মহিলাদের বৈদিক মার্শাল আর্ট শিখিয়ে আত্ম নির্ভর করে তুলছে এই সোসাইটি। অঞ্জলি বর্মন জানান, বিভিন্ন জায়গায় বিনা ব্যায়ে আমরা ধ্যান আশ্রমের ব্যবস্থা করি। ৪ বছরের শিশু থেকে শুরু করে সব বিষয়ের মানুষেরা এই শিবিরে আসতে পারেন। দেশের সব জায়গায় আমরা কাজ করি।

পুজোয় এবার অনন্যা,শঙ্খবেলা, অনামিকার হাত ধরে হাজির তন্তুজ

সুমন গাঙ্গুলী

হাতে গোনা আর মাত্র কয়েকদিন। আর তারপরই বাঙালীর শারোদৎসব। আর এই উৎসবেই এবার মাত করবে অনন্যা, শঙ্খবেলা, আলোছায়া, অনামিকারা। কী হঠাৎ করে নস্টালজিক হয়ে পড়লেন! ভাবছেন হয়ত উত্তম-সুচিত্রা বা মাধবী-সৌমিত্রর সিনেমা? না ভুল করে ফেললেন। এবারের পুজোয় এই অনামিকা-অনন্যারাই চমক তন্তুজের। এক কথায় পুজোর চারটি দিন বঙ্গনারীকে সাজিয়ে তুলবে তন্তুজের এই তাঁত ও মসলিন শাড়ী। শুক্রবার বিধাননগরের সেন্ট্রাল পার্কে শুরু হওয়া 'বাংলার তাঁতের হাঁটে' সামনে এল চলতি পুজোয় তন্তুজের এই শাড়ীর সম্ভার। শিউলি-কাসের গন্ধে আর ঢাকের তালে অঙ্গশোভা হিসাবে এবারে হাজির এই রংবেরংএর বাঙলার তাঁতের কাপড়। রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দফতরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের বক্তব্য, 'আমরা এই পুজোতে এই নতুন শাড়িগুলো এনেছি। বিভিন্ন নামে এই শাড়িগুলো এবার পুজোয় যথেষ্ট সাড়া ফেলবে বলে আমাদের বিশ্বাস।' ইতিমধ্যেই লাভের মুখ দেখতে শুরু করেছে তন্তুজ, একই অবস্থা দফতরের অধীনে থাকা একাধিক সংস্থার। বিশেষ করে লোকসানের মুখ দেখা তন্তুজের আমুল পরিবর্তনের ফলে মিলেছে লাভও।

স্বপন দেবনাথের বক্তব্য, 'বাংলার তাঁতের শাড়ির চাহিদা এখনও যথেষ্টই। সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা যদি নতুন নতুন ডিজাইনের শাড়ি বাজারে আনতে পারি তবে আমাদের কাপড়ের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাবে।' আর সেকথা মাথায় রেখেই এবারের পুজোয় অনামিকা, অনন্যা, শঙ্খবেলাদের জন্ম। এর পাশাপাশি আছে রামায়ন ও কন্যাশ্রী শাড়িও। স্বপন দেবনাথ বেলন, '১০৬ টাকা থেকে ৬ লক্ষ টাকার শাড়িও এবার আমরা বাজারে এনেছি। অর্থাৎ সব ধরনের মানুষের জন্যই তন্তুজ প্রস্তুত।' তাঁতের মসলিনের উপর জামদানি কাজে গোটা রামায়ন মাত্র ৫৭০ দিনে ফুটিয়ে তুলেছেন নদিয়ার ফুলিয়ার এক তাঁতি। যা এবার বাজারে এনেছে তন্তুজ। তবে দাম একটু বেশী। মাত্র ৬ লক্ষ টাকা। এছাড়াও মসলিনের উপর কন্যাশ্রী শাড়িও এনেছে তন্তুজ। দাম ২ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। তবে অবশ্যই পুজোর মরসুমে নজর কাড়বে অনন্যা, শঙ্খবেলা, আলোছায়া, অনামিকারা, দাবি মন্ত্রীর। তাঁর বক্তব্য, 'এখন আধুনিক ডিজাইন আর নাগালের মধ্যে আমরা শাড়ি আনছি, আমার বিশ্বাস তন্তুজের নতুন এই শাড়িও হটকেক হবে।' শুক্রবার থেকে বিধাননগরে শুরু হয়েছে বাংলার তাঁতের হাট, যা চলবে ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। মন্ত্রীর বক্তব্য, 'পুজোর আগে এই ধরনের মেলা থেকে খুব সহজেই মানুষ পছন্দের তাঁত, মসলিন, ছাড়াও গঙ্গারামপুরের মাটা, মুগা, মসলিনের মতো শাড়ি, পাঞ্জাবি, জহর কোট কিনতে পারবে, অন্যদিকে তাঁতিরেও অর্থের মুখ দেখবে।' তবে যাই হোক হাজার শাড়ির ভীড়েও খোদ বাংলার তৈরি অনামিকা-শঙ্খবেলা-অনন্যাদের আপন করে নিতে ক্ষতি কী?

ডেঙ্গি প্রতিরোধে শহর ও শহরতলিতে বিশেষ ব্যবস্থা পুরসভার

স্টাফ রিপোর্টার: কেন্দ্রীয় সরকারের কারখানাগুলির চত্বরে জল জমে মশার উপদ্রব বাড়ছে। কারখানাগুলিতে ঢুকে ডেঙ্গি প্রতিরোধে ব্যবস্থা নিতে পারছেন না পুরকর্মীরা। কারণ কারখানাগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ থাকায় সেখানে রাজ্য সরকারের কর্মীরা ঢুকতে পারেন না। এই সমস্যা মেটাতে এবার আইনে বদল আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। একথা জানলেন পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। বিধাননগরের উন্নয়ন ভবনে ডেঙ্গি ইস্যুতে ১১টি পুরসভার এবং দুটি পুরনিগমের আধিকারিক এবং কাউন্সিলরদের নিয়ে বৈঠক করেন ফিরহাদ হাকিম। মন্ত্রী জানান, ডেঙ্গি প্রতিরোধে পুরসভা বা পুরনিগমের যদি কোনও অতিরিক্ত পরিকাঠামোর প্রয়োজন হয়, রাজ্য সরকার সেক্ষেত্রে সাহায্য করবে। বৈঠকে মন্ত্রী জানান, উত্তর ২৪ পরগনার বেশকিছু জায়গায় কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক কারখানা রয়েছে যেখানে পুরকর্মীরা ঢুকতে পারেন না। কারখানাগুলির চত্বরে জল জমে থাকছে। কিন্তু পুরকর্মীরা ঢুকতে না পারায় সেখানে ডেঙ্গি প্রতিরোধে ব্যবস্থা নিতে সমস্যা হচ্ছে। তাই আইনে রদবদল করার সিদ্ধান্ত হয়েছে যার জেরে সেখানে ডেঙ্গি প্রতিরোধে পুরকর্মীরা ঢুকতে পারবেন। 'মন্ত্রী দাবি করেন'। 'গতবারের তুলনায় রাজ্যে এবার ডেঙ্গির প্রকোপ অনেক কম। মাত্র ১০ শতাংশ এলাকায় ডেঙ্গির প্রকোপ দেখা যাচ্ছে। স্বাস্থ্য দফতরের তরফে কয়েকটি এলাকাকে ডেঙ্গিপ্রবণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।'

পুজোর গন্ধ শহরের আকাশে বাতাসে

স্টাফ রিপোর্টার: আকাশ রঙ বদলাচ্ছে। কাশফুলও হাওয়ায় ইতিউতি দোলা লাগাচ্ছে। কলকাতার বাতাসেও পুজো আসছে, পুজো আসছে একটা গন্ধ। তবে শরত সবে পা দিয়েছে কিন্তু আশ্বিনের শারদপ্রাত আসতে এখনও বাকি রয়েছে। ৩১ দিন বাকি মহালয়ার। এরই মধ্যে চক্ষুদান হয়ে গেল দেবী দুর্গার। দিন কয়েকের মধ্যেই সেজে উঠে সপরিবারে বিদেশেও পাড়ি দেবেন তিনি। অগত্যা নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবের জন্য তোড়জোড় শুরু করে দিল ঐতিহ্যের কুমারটুলি। প্রতিবারের মতো এবারও দেশের বাইরে প্রতিমা পাঠাচ্ছেন পটুয়াপাড়ার শিল্পী প্রদ্যুত পাল। তারই প্রস্তুতি চলছে শিল্পভারতী স্টুডিওয়। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাতেই লন্ডন পাড়ি দেবে দুর্গা পরিবার। বিমানের টিকিট এখনও কাটা হয়নি, তবে আগামী মাসের শুরুতেই তাঁর যাওয়া একপ্রকার পাকা। শিল্পপতি লক্ষ্মী মিত্তালের পুজো হিসেবে পরিচিত লন্ডনের ক্যামডেনে যাচ্ছে এই প্রতিমা। এই নিয়ে চারবার কুমারটুলির শিল্পভারতী স্টুডিও থেকে প্রতিমা নিচ্ছে লন্ডনের এই দুর্গোৎসব কমিটি। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর তাঁরা ফাইবার প্রতিমা পাল্টায়। আর বিগত দুই দশক ধরে সেই প্রতিমা তৈরি করছে প্রখ্যাত প্রতিমা শিল্পী গোরচাঁদ পালের পরিবার। গোরাচাঁদ পালের ছেলে গোপাল পাল, নাতি বিপ্লব পালের হাত দিয়ে সৃষ্টি হচ্ছে দেবীর নবরূপ। উল্লেখ্য, এবার ৫৫ বছর পা দিয়েছে বিলেতের এই পুজো। নিজেদের ওয়েবসাইটে পুজোর নির্ঘণ্টও জানিয়ে দিয়েছে তাঁরা। সেই মতো প্রস্তুতি চলছে লন্ডনেও। ব্যস্ত পটুয়াপাড়াও। চোখ আঁকা হয়ে গিয়েছে। ফাইবারের প্রতিমা সাজানো হয়েছে স্বর্ণবর্ণা সাজে। চলছে ফাইনাল টাচ। সব হয়ে গেলেই বাক্স বন্দি হয়ে লন্ডনে চলে যাবে প্রতিমা। শুধু দুর্গা প্রতিমাই নয়, চলতি বছরেই পটুয়াপাড়া থেকে বাইরে বিদেশ পাড়ি দিয়েছে গণেশ প্রতিমাও।

আগুন ইএসআইএ: আগুন লাগল জোকা ইএসআই হাসপাতালে। হাসপাতালের দোতলায় দন্ত বিভাগে আগুন লাগে। এর জেরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে রোগী ও তাদের আত্মীয়দের মধ্যে, দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে। দু'টি ইঞ্জিন আধ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুনের ফলে পুড়ে গেছে বেশ কিছু যন্ত্রাংশ, নথিপত্র। স্থানীয়রা জানান, দমকল দ্রুত এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

মডেলিংয়ের নামে কিশোরীকে নগ্ন করে ছবি, ধৃত ৩

স্টাফ রিপোর্টার: খোদ কলকাতার বুকে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। মডেলিংয়ের নাম করে নগ্নতা। ১৬ বছরের এক কিশোরীকে নগ্ন করে ছবি তোলার অভিযোগ যুবকের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় ইন্ধন দেয় এক তরুণী সহ আর দু'জন। ওই তিন জনকে আদালত দু'টি ধারায় দু'বছর করে সাজা দেয়। তবে দু'টি সাজাই এক সঙ্গে চলবে বলে জানা গিয়েছে। শিয়ালদহ আদালতের বিচারক জীমূতবাহন বিশ্বাস এই রায় দেন। বিচারক ওই সাজার সঙ্গে কুড়ি হাজার টাকা জরিমানাও করেন। তবে আদালতের মন্তব্য, জরিমানার টাকা না দিতে পারলে ওই তিন জনকে আরও তিন মাস অতিরিক্ত জেল খাটতে হবে। সরকারি আইনজীবী বিবেক শর্মা এক সাংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, চলতি বছরের ১৭ এপ্রিল চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটে। টালা থানার নীলমণি মিত্র রোডে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটে। ওই তিন জনের নাম হল অরুনাংশ ঘোষ ওরফে সাহেব (২৪), জয়ব্রত রায় (৩১) এবং ঋতুপর্ণা সাহা (১৯)। পুলিশ জানায়, গ্রেফতারের পর থেকেই ওই তিনজন জেল হেফাজতে আছে।

ইংরেজরুপী অসুরকে বধ করবে ভবানীপুরের দূর্গা

স্টাফ রিপোর্টার: রামলাল দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়েছিলেন কি না জানা নেই। জানা নেই তৎকালীন ভারত শাসনকারী গোড়ার দল তাঁর 'দুই চোখের বিষ' ছিল কি না। তবু তাঁর শুরু করা একচালার প্রতিমায় দুর্গার পায়ের তলায় শায়িত থাকে হ্যাট, কোট পরা অসুর। ভবানীপুরের এক ছোট্ট গলির ভিতরে হলুদ সবুজ রঙের বাড়ি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। প্রবেশদ্বার দিয়ে ভিতরে গেলেই ঠাকুর দালান। দুধ সাদা রঙ দিয়ে তখন ঠাকুরদালানে রঙের পোঁচ দেওয়া চলছে। পুজো প্রস্তুতি তুঙ্গে। সামনেই ১৫০ বছরে আগে তৈরি করা মাটির ঠাকুর দালান। ওই দালানেই পূজিত হন ইংরেজরূপী অসুর দমনকারিণী দশভুজা। কলকাতায় তুলোর ব্যবসা করতেন রামলাল দে। সেই রোজগার থেকেই ১৮৭০ সালে দক্ষিণ কলকার ভবানীপুরে দুর্গার আরাধনা শুরু করেন রামলাল দে। কিন্তু কেন অসুর হ্যাট কোট পরে রয়েছেন তা বলতে পারলেন না পরিবারের সদস্যরা। পরিবারের সদস্য সুমন্ত দে বলেন, 'অসুরের কেন এমন রূপ দিয়েছিলেন আমাদের জানা নেই। কিন্তু অনেকেই বলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিবার জানাতেই হয়তো এমন রূপ দিয়েছিলেন রামলাল দে'। তারপর থেকে সেই একইরূপ থেকে গিয়েছে। সবুজ রঙের অসুর মায়ের পায়ের তলায় রয়েছেন ইংরেজদের কোট প্যান্ট পরে।

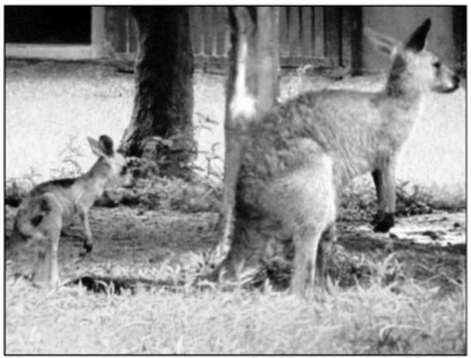

চিড়িয়াখানায় নতুন অতিথি। ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা জন্ম হল আলিপুর চিড়িয়াখানায়। -অরিজিৎ গাঙ্গুলী

রবিকণার উদ্যোগে উত্তমকুমার স্মরণে সঙ্গীত সন্ধ্যা শিশির মঞ্চে

স্টাফ রিপোর্টার: রবিকণা আয়োজিত সঙ্গীত সন্ধ্যা অনুষ্ঠান কলকাতার শিশির মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল। রবিবার (২৬ আগস্ট) বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানে একক কণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী শুক্লা ঘোষ। বাঙালির কিংবদন্তি বা হার্টথ্রব নায়ক উত্তমকুমারের সঙ্গে বিভিন্ন অভিনেত্রীর অভিনীত ছায়াছবির রোমান্টিক গানগুলি শিল্পীর পরিবেশনই অত্যন্ত মনোগ্রাহী। সঙ্গীতানুষ্ঠানের শুরুতে প্রখ্যাত অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায় ছায়াছবির টুকরো টুকরো সিকোয়েন্সগুলি তুলে ধরেন। এরপরই শিল্পী শুক্লা ঘোষ গানগুলি পরিবেশন করেন। পেশায় শিল্পী শুক্লা খন্যান ইটাচুনা বিজয় নারায়ণ কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপিকা। দীর্ঘদিন তিনি গানের জগতে রয়েছেন। অনুষ্ঠানটির নাম ছিল 'মাধবীবিতানে'। অনুষ্ঠান পরিকল্পনায় ও সঙ্গীতায়োজনে সিতাংশু মজুমদারের উপস্থাপনা সত্যিই অনবদ্য। শিল্পী শুক্লার কণ্ঠে ছদ্মবেশী ছায়াছবির আরো দূরে চলে যাই। 'আমার দিন কাটে না'। এরপর অদ্বিতীয়া ছায়াছবির 'চঞ্চল' ময়ূরী এ রাত, আজমন চেয়েছে। অগ্নীশ্বর ছায়াছবি 'আগুনের পরশমণি'। শঙ্খবেলা ছবির 'আজি যারে মারো মুখর বাদল দিনে'। এরই পাশাপাশি শিল্পী স্বরাজ ঘোষ অজস্র কালজয়ী গানের মধ্যে কয়েকখানি ডুয়েট মনে রাখার মতো গান গেয়ে হিল্লোল সৃষ্টি করেন। সেই অতীতের উত্তমের অ্যালবামে যৌথ গানগুলি মুগ্ধ করল দর্শকমণ্ডলীকে। শিল্পী স্বরাজের নিবেদন ছিল অজানা শপথ ছায়াছবির 'নতুন নতুন রঙ্গ ধরেছে,' ছদ্মবেশী সিনেমার 'আমি কোন পথে যে চলি।' অদ্বিতীয়া ফিল্মে 'যাবার বেলায় পিছু থেকে ডাক দিয়ে'। এদিন শিল্পী স্বনির্বাচিত ১৪টি গান গাইলেন। শিল্পী শুক্লার মর্মস্পর্শী কণ্ঠে আবহ সৃষ্টি করে।